দৈনিক নয়া দিগন্ত

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয় ঢাকা।

০ 6 FEB 2019

পত্রিকার নাম
পৃষ্ঠা নং

মূলধন সংরক্ষণে পিছিয়ে পড়ছে ব্যাংকিং খাত

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মূলধন সংরক্ষণ হচ্ছে না

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষ্পত্তিব্যয় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা

● আশরাফুল ইসলাম

মূলধন সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করার পাঁচ বছরের সময়সীমা শেষ হচ্ছে এ বছরই। কিন্তু এখনো মূলধন সংরক্ষণের নির্ধারিত সীমার ধারে কাছেই যেতে পারছে না অনেক ব্যাংক। এমনকি সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণ করতে পেরেছে ১১ শতাংশের নিচে। এমনি পরিস্থিতিতে চলতি বছরের মধ্যে নির্ধারিত সীমায় মূলধন সংরক্ষণ করা মোটেও সম্ভব হবে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নির্ধারিত সীমার মধ্যে মূলধন না আনতে পারলে বৈদেশিক বাণিজ্য নিষ্পত্তিব্যয় বেড়ে যাওয়াসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের ব্যাংকিং খাত পিছিয়ে পড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই না করে ঋণ দেয়ায় ব্যাংকিং খাতে ঋণ আদায় কমে যাচ্ছে। বাড়ছে খেলাপি ঋণ। আর এ ঋণ খেলাপির কারণে ঋণের গুণগত মান কমে যাচ্ছে। এতে বেড়ে যাচ্ছে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ এবং কমছে মূলধন সংরক্ষণের সক্ষমতা। আর সক্ষমতা কমে যাওয়ায় ব্যাংকের ঝুঁকি সহনক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। এতে বেড়ে যাচ্ছে ঝুঁকি। ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের রোডম্যাপ অনুযায়ী মূলধন সংরক্ষণ করতে পারছে না ব্যাংকগুলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করতে দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য রোডম্যাপ দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৫ সালে দেয়া এ রোডম্যাপ অনুযায়ী চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতকে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে সাড়ে ১২ শতাংশ হারে মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে। ইতোমধ্যে পাঁচ বছরের সময়সীমার চার বছর ■ ১৫ পৃ: ২-এর কলামে

মূলধন সংরক্ষণে পিছিয়ে পড়ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু রোডম্যাপ অনুযায়ী মূলধন সংরক্ষণ করতে পারছে না ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বরে মূলধন সংরক্ষণ হয়েছে ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশ হারে। অথচ এ সময়ে হওয়ার কথা ছিল সোয়া ১২ বারো শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক এজন্য প্রধান বাধা হিসেবে দেখছে সরকারি ব্যাংকগুলোকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আশঙ্কা, রোডম্যাপ অনুযায়ী মূলধন সংরক্ষণ করতে না পারলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষ্পত্তিব্যয় বেড়ে যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, রোডম্যাপ অনুযায়ী মূলধন সংরক্ষণ করতে না পারার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছে উর্ধ্বমুখী খেলাপি ঋণ। আর এ খেলাপি ঋণের আধিক্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর চেয়ে সরকারি ব্যাংকগুলোতে বেশি। এ কারণে সরকারি ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারেনি। ফলে মূলধন ঘাটতির মুখে পড়েছে সরকারি ব্যাংকগুলো। আর এর পুরো প্রভাব পড়েছে গোটা ব্যাংকিং খাতে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত সেপ্টেম্বর শেষে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে পুরো ব্যাংকিং খাত গড়ে মূলধন সংরক্ষণ করতে পেরেছে ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশ হারে।

ব্যাংকভিত্তিক গত সেপ্টেম্বরে মূলধন সংরক্ষণের দিক থেকে ৪০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক গড়ে মূলধন সংরক্ষণ করতে পেরেছে ১২ দশমিক ২৩ শতাংশ হারে। আর ৯টি বিদেশী ব্যাংক ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণ করেছে ২৬ দশমিক ৭৪ শতাংশ হারে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণ করেছে ৬ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ হারে। আর বিশেষায়িত দুই ব্যাংক (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণ করেছে ঋণাত্মক ৩১ দশমিক ৯৯ শতাংশ হারে।

মূলধন সংরক্ষণের এ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চলতি বছর শেষে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করতে বেসরকারি ব্যাংকগুলো মূলধন সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছেছে প্রায় এক বছর আগেই। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সামগ্রিক প্রভাব গোটা ব্যাংকিং খাতের ওপর পড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, সেপ্টেম্বর শেষে ৯ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি হয়েছে ১৯ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি ছয় ব্যাংকেরই প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছরের মধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিস্থিতি রাতারাতি উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। বরং ব্যবসাবাণিজ্য মন্দা ও নানা কারণে সরকারি ব্যাংকসহ সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। আর এটা হলে প্রভিশন ঘাটতি আরো বেড়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রোডম্যাপ অনুযায়ী ব্যাংকিং খাতের মূলধন সংরক্ষণ কিভাবে সাড়ে ১২ শতাংশে উন্নীত হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী মূলধন সংরক্ষণ করতে না পারলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেবে। এর মধ্যে অন্যতম হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষ্পত্তিতে ব্যয় বেড়ে যাবে। কারণ মূলধন ঘাটতি থাকলে ব্যাংকিং খাতের রেটিং খারাপ হবে। ফলে পণ্য আমদানিতে দেশীয় ব্যাংকগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে। এতে থার্ডপার্টি গ্যারান্টির মাধ্যমে পণ্য আমদানি করতে হবে এবং ব্যয় স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাবে। পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে ব্যাংকগুলোকে আরো সতর্কতার সাথে ঋণ বিতরণ করতে হবে। পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলা ট্রিবিউন [অনলাইন] 06/02/2019

নাজুক পরিস্থিতিতে জনতা ব্যাংক, উদ্বিগ্ন সরকার

গোলাম মওলা :

ভালো নেই রাষ্ট্র মালিকানাধীন জনতা ব্যাংক। নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে এই ব্যাংকটি এখন নাজুক পরিস্থিতিতে রয়েছে। টাকা ধার করে ও মূলধন ভেঙে দৈনন্দিন কাজ চালাতে হচ্ছে,একই সঙ্গে বেড়েছে খেলাপি ঋণ। বড় ধরনের লোকসানেও পড়েছে জনতা ব্যাংক। এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১১ হাজার ৪৮৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ছিল ৫ হাজার ৮১৮ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ৩০৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। দেশের ৫৮টি ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণ এখন জনতা ব্যাংকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য মতে, ব্যাংক খাতে যে শীর্ষ ১০০ ঋণ খেলাপি রয়েছে, তার এক-চতুর্থাংশই জনতা ব্যাংকের। গত জুন মাসের শেষে জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ছিল নয় হাজার ৮৭৯ কোটি টাকা। ফলে গত ছয় মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্র বলছে, জনতা ব্যাংকের ১৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি খেলাপি ঋণের মধ্যে কেবল দু'টি গ্রুপের কাছেই রয়েছে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। ওই প্রতিষ্ঠান দুটি হলো— ক্রিসেন্ট গ্রুপ ও অ্যাননটেক্স গ্রুপ। ক্রিসেন্ট গ্রুপের ঋণ কেলেঙ্কারির কারণে এরইমধ্যে ব্যাংকটির পুরনো ঢাকার ইমামগঞ্জ ও মোহাম্মদপুর করপোরেট শাখার বৈদেশিক ব্যবসার লাইসেন্স (এডি লাইসেন্স) বাতিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই দুটি শাখায় এলসি খোলাসহ বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম বন্ধ হওয়ায় সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্যাংকটির ওপরে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত এক বছরে ব্যাংকটির লোকসানি শাখা বেড়েছে ৩১টি। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে ব্যাংকটির লোকসানি শাখা ছিল ৫৭টি। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে এসে এসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৮টিতে।

জনতা ব্যাংকের এই নাজুক পরিস্থিতিতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। গত বৃহস্পতিবার (৩১ জানুয়ারি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পক্ষ থেকে সরকারি বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি'র অগ্রগতি বিষয়ে এক আলোচনা সভায় রাষ্ট্র মালিকানাধীন জনতা ব্যাংক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ওই সভায় ব্যাংকটিকে দ্রুত খেলাপি ঋণ আদায়ের যাবতীয় কার্যকর ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র বলছে, নতুন বছরের শুরু থেকেই আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজার থেকে ধার বাড়িয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক। কলমানি থেকে এখন প্রতিদিনই ব্যাংকটিকে ধার করতে হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'ভালো ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংক ছিল অন্যতম। অথচ এখন সেই ব্যাংক ধার করে চলছে।' ব্যাংকটিতে দীর্ঘদিন সুশাসন না থাকার কারণেই এমনটি হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ পরিসংখ্যান বলছে, খেলাপি ঋণ আদায়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে জনতা ব্যাংক। খেলাপি ঋণ আদায়ের টার্গেট দেওয়া হয়েছিল ৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর'২০১৮) আদায় হয়েছে মাত্র ১৫৮ কোটি টাকা। একইভাবে অবলোপনকৃত ঋণ থেকে আদায় করার টার্গেট ছিল ১৫০ কোটি টাকা। কিন্তু জনতা ব্যাংক আদায় করেছে মাত্র ১৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা।

জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, ক্রিসেন্ট গ্রুপ ও অ্যাননটেক্স গ্রুপ বড় অঙ্কের ঋণ সুবিধা পেয়েছে জনতা ব্যাংক থেকে । অথচ, তারা ঋণের টাকা ফেরত দিচ্ছে না। উপরন্তু, অ্যাননটেক্স গ্রুপ ব্যাংকটি থেকে আরও টাকা চেয়ে আবেদন করেছে। টাকার জন্য প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইউনূস বাদল সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে সচিবালয়ে বৈঠকও করেছিলেন। যদিও অ্যাননটেক্স গ্রুপ বিভিন্ন কোম্পানির নামে বিভিন্ন সময়ে কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র খুললেও টাকা পরিশোধ করেনি। প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে ব্যাংক নিজেই বাধ্য হয়ে বিদেশি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধ করেছে। এসব দায়ের বিপরীতে ফোর্সড ঋণ তৈরি করেছে জনতা ব্যাংক।

এ বিষয়ে ইউনূস বাদলের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

জানা গেছে, ক্রিসেন্ট গ্রুপ বিভিন্ন সরকারি তহবিল ও জনতা ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি আর্থিক সুবিধা নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি চামড়ার ভুয়া রফতানি বিল তৈরি করে সরকারের কাছ থেকে নগদ রফতানি সুবিধা নিয়েছে। কিন্তু চামড়া রফতানি করলেও তারা দেশে টাকা ফেরত আনেনি। এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার হলেন দুই ভাই। একজন এম এ কাদের এবং অন্যজন আবদুল আজিজ। আবদুল আজিজ জাজ মাল্টিমিডিয়ারও কর্ণধার। এই আজিজকে এখন খুঁজছেন শুল্ক গোয়েন্দারা।

এ বিষয়ে জানতে জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আবদুল আজিজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। আর গত ৩০ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয়েছে তার ভাই ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম. এ. কাদেরকে। এই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করে ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের তথ্য পেয়েছেন শুল্ক গোয়েন্দারা। এর আগে টাকা আদায়ে এম এ কাদের ও তার ভাই আবদুল আজিজের সম্পদ নিলামে তুলেছে জনতা ব্যাংক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Daily Star
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 06 FEB 2019

BB moves to amend bankruptcy act

AKM ZAMIR UDDIN

The central bank will hold a meeting today to amend the Bankruptcy Act, 1997 with the view to handing out exemplary punishment to habitual defaulters.

The meeting, which will explore all legal options, will involve the managing directors of banks, Law Commission Chairman ABM Khairul Haque and Bangladesh International Arbitration Centre CEO Muhammad A (Rumee) Ali.

The move comes at a time when default loans have reached a record high: as of September last year, the ratio of non-performing loans stood at 11.45 percent of the total outstanding loans. In terms of amount, it is Tk 99,370 crore, according to data from the Bangladesh Bank.

Unscrupulous borrowers usually keep disputed assets as collateral to take loans, which later create a tough situation for the lenders when they try to recover money, said Imran Ahmed Bhuiyan, a deputy attorney general.

When lenders turn to the Artha Rin Adalat (Money Loan Court) they usually get the go-ahead to auction off the properties put up as collateral. But when news spreads that the properties are disputed the auction leads to no takers, sending banks back to square one.

After climbing several legal steps lenders can then consult the Bankruptcy Act, which empowers the government to sell off the assets of the defaulters to pay back the lenders.

But the problem with the existing Bankruptcy Act is that there is no specific timeframe by which creditors will get their funds back even after the court declares the defaulters as bankrupt.

READ MORE ON B3

BB moves to amend bankruptcy act

FROM PAGE B1

Furthermore, it is not possible to file a case under the Artha Rin Adalat Ain 2003 and the Bankruptcy Act at the same time.

The core objectives of the Artha Rin Adalat Ain 2003 and the Bankruptcy Act are almost the same, so there should be an interrelation between the two acts, said an initial assessment paper on the act prepared by the central bank.

As per the Artha Rin Adalat Ain, money loan courts issue decrees in favour of banks when they successfully establish that defaulters owe them money.

Before setting up auctions to sell collaterals, the courts instruct defaulters to repay loans within 90 days.

If defaulters fail to repay the loans within the deadline, the money loan courts are to send a copy of their verdicts to the bankruptcy court, according to the central bank suggestion.

The courts also should keep an option open for defaulters before they are declared bankrupt in order to give them a final chance to repay loans in line with the bankruptcy act in the US.

The government should set up a dedicated bankruptcy courts in every district to speed up the proceedings, the BB paper said.

The bankruptcy act was enacted in 1997 but a majority of banks continue to show unwillingness to get the legal support from it because of the lengthy process, said Syed Mahbubur Rahman, chairman of the Association of Bankers, Bangladesh.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 06 FEB 2019

রিটের দ্রুত নিষ্পত্তি চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক

* ওবায়দুল্লাহ রনি

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আইন মেনে কোনো গ্রাহককে ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করে। এর পরও কেউ চাইলে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে রিট করতে পারে। অনেক সময় রিটের শুনানি শুরু করতে মাসের পর মাস লেগে যায়। এতে করে ঋণ আদায় প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক চায় এসব রিটের দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। আবার আদালতের এক বেঞ্চে রিট নিষ্পত্তির পর আরেক বেঞ্চে যাওয়ার প্রবণতা ঠেকাতে শুধু খেলাপি ঋণ নিয়ে আলাদা বেঞ্চও চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। খেলাপি ঋণ কমানোর উপায় নিয়ে আইন কমিশনের সঙ্গে আজ এক বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রস্তাব দেবে।

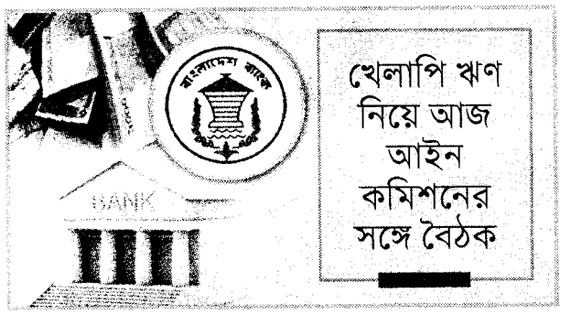

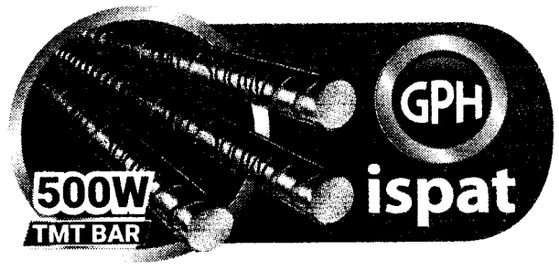

বেশ আগে থেকে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীরা খেলাপি ঋণ কমানোর প্রধান বাধা হিসেবে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের রিটের কথা বলে আসছেন। তাদের ঠেকাতে দ্রুত রিট নিষ্পত্তি এবং আলাদা বেঞ্চ গঠনের দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যস্থতায় আজ বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈঠক হচ্ছে। এতে প্রধান অতিথি থাকার কথা রয়েছে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের সভাপতিত্বে বৈঠকে আইন কমিশনের সদস্য, আদালতের বাইরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টারের (বিয়াক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ এ (রুমি) আলী, বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীরা বক্তব্য দেবেন। বৈঠকের শুরুতে খেলাপি ঋণ আদায়ে প্রতিবন্ধকতা এবং আইনের সংস্কার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব তুলে ধরা হবে। আইন কমিশন থেকে পরবর্তী সময়ে প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে এসব প্রস্তাব যাতে বাস্তবায়ন হয়, তার অনুরোধ করা হবে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম সমকালকে বলেন, খেলাপি ঋণ আদায়ের সমস্যা বিষয়ে আইন কমিশনকে অবহিত করার লক্ষ্যে এ বৈঠক ডাকা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকাররা নিজেদের মতো করে সমস্যার কথা তুলে ধরবেন।

জানা গেছে, উচ্চ আদালত অগ্রণী ব্যাংকের গ্রাহক এক শিল্পগোষ্ঠীকে তিন বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১২ বছর মেয়াদে ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া এক খেলাপি ঋণ গ্রহীতার সম্পত্তি বিক্রির জন্য নিলাম ডাকলেও তা আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নেওয়া হয়েছে। আবার ঋণখেলাপি হয়েও উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, নতুন ঋণের সুযোগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকসহ বিভিন্ন উচ্চ পদে অংশগ্রহণের যে সুযোগ পাচ্ছে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংকগুলো নিজেদের বক্তব্য আইন কমিশনের সামনে তুলে ধরবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, উচ্চ আদালতে প্রতিকার চাওয়ার অধিকার সবার আছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ব্যাংক থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা করা হয় সব ধরনের আইন মেনে। আর একজন গ্রাহকের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে কয়েক ধাপ অতিক্রম করা হয়। সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে নোটিশ, সতর্কতাসহ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, রিট নিষ্পত্তি শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক বা ব্যাংক যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা সঠিক বলে আদালতে প্রমাণিত হয়। অথচ রিট নিষ্পত্তিতে দেরির কারণে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে রিটের শুনানি শুরু হতেই তিন মাস, ছয় মাস, এক বছর বা আরও বেশি সময় লাগে। এভাবে দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে আদালতের এক বেঞ্চ থেকে যখনই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ব্যাংকের সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় আসছে, অনেক ক্ষেত্রে আবার রিট করা হচ্ছে। এভাবে বছরের পর বছর সুরক্ষা পেয়ে যাচ্ছেন খেলাপিরা। এ সুযোগে এসব খেলাপি আরেক ব্যাংক থেকে নতুন ঋণ নিয়ে খেলাপিতে পরিণত হচ্ছেন। পরিস্থিতির উন্নয়নে এক সপ্তাহের মধ্যে রিটের শুনানি শুরু করার প্রস্তাব করা হবে।

The New Age

06 FEB 2019

পত্রিকা
পৃষ্ঠা নং

BB to relax bank loan write-off policy

Banks to get chance to make ledgers more clean

HM Murtuza

BANGLADESH Bank has initiated a move to review its loan write-off policy by extending banks' capacity for writing off bad debts without filing any lawsuit.

Banks use the mechanism of writing off bad loans to portray better financial condition but they have to keep 100 per cent provision against the write-off. Besides, recovery of any written-off loan is considered earnings of a bank.

For writing off any bad loan, a bank is supposed to file case against the defaulting entity or person along with keeping provision against the loan amount.

As per the existing rules, banks, however, can write of a loan worth below Tk 50,000 without taking any legal measure.

Under the review move, BB would allow banks to write off loans worth up to Tk 2-3 lakh without filing any lawsuit, said officials of the central bank.

They also said that the

Continued on B2 Col. 1

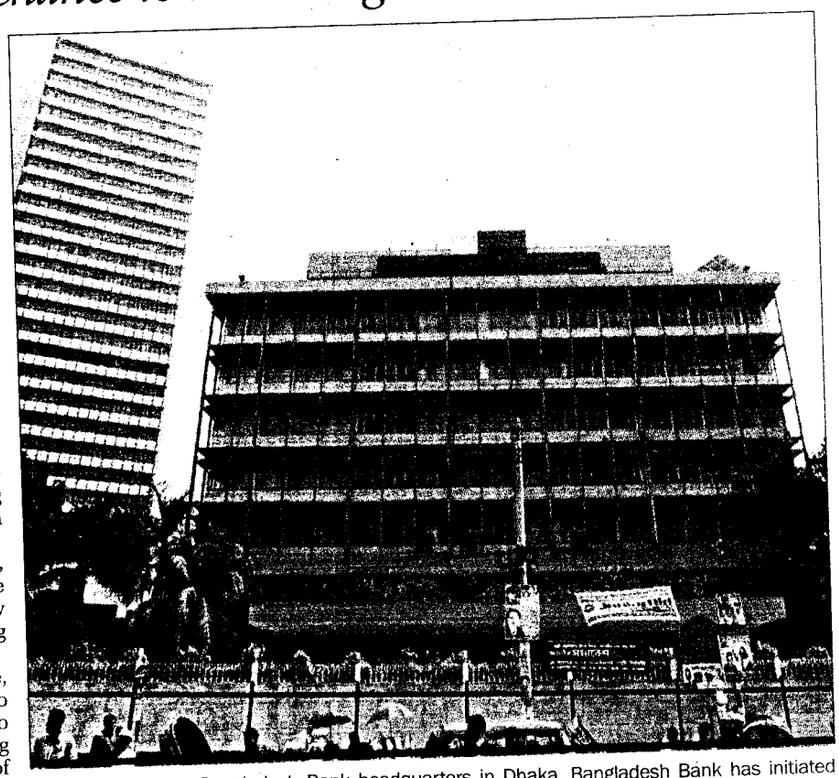

A file photo shows Bangladesh Bank headquarters in Dhaka. Bangladesh Bank has initiated a move to review its loan write-off policy by extending banks' capacity for writing off bad debts without filing any lawsuit. — New Age photo

The New Age

06 FEB 2019

BB to relax

Continued from B1

scope, if given, would prompt banks to write off bad loans for portraying better accounting picture in their financial statements.

A large number of loans within the Tk 2-3 lakh range have remained classified for years, they said.

The central bank's move comes after finance minister AHM Mustafa Kamal immediately after taking office said that no loan would be allowed to turn sour from now on.

'Not only that, bankers will also have to recover bad loans, amount of which is a great concern for the nation,' Kamal told reporters on January 10 after a meeting with Bangladesh Association of Banks, a platform of bank owners.

Former interim government adviser AB Mirza Azizul Islam told New Age, 'I don't know under what sort of pressure the central bank is taking such a move of extending banks' capacity to write off bad loans.'

Such a decision would give wrong signal to loan defaulters, said Mirza Aziz, adding that it would be interpreted as a favour for the defaulters.

'The central bank should not bring in this type of change,' he suggested.

Under the move, the central bank is also reviewing another clause that has made writing off a bad loan mandatory after five years of its becoming classified.

However, the scope for writing off any bad loan at any time upon keeping adequate provision would remain unchanged.

AHM Mustafa Kamal on January 9 said that written-off loans since the inception of the facility in 2003 would be reviewed to know the reasons why the loans could not be recovered.

'A high-powered committee would be appointed to verify all the pros and cons of the loan write-off process and lapses, if there was any, on the part of the government officials in recovering the loans,' he said after a meeting with Financial Institution Division.

By the end of September this fiscal year, the amount of bad loans rose to Tk 99,370 crore, 11.48 per cent of the total outstanding loans (Tk 8,65,930 crore) in the country's banking system, according to the BB's latest data.

If the write-offs worth Tk 49,745 crore were included, the total amount of classified loans in the banking sector stood at Tk 1,49,115 crore as on September 30 last year.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Asian Age
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 06 FEB 2019

Banks in monetary crisis

▶AA Correspondent

Bangladesh's banking sector has been suffering from immense monetary crisis though Bangladesh Bank does not agree with this claim. Most of the banks do not have sufficient money to pay to their clients. Most of the banks even do not have adequate amount of dollars to pay to importers. For this reason most of the commercial banks are borrowing money from Bangladesh Bank. Banks are borrowing money from call money too. That's why interest rate for call money is going up rapidly. Liquidity crisis has led to this scenario, banking sources have informed.

The commercial banks have borrowed 13,000 crore taka from the central bank through repo till 31 January to meet their cash requirements. These banks have purchased 11, 165 dollars to meet the demand of importers. Moreover, these banks are borrowing 5 to 7 thousand crore taka from call money almost everyday. Call money interest rate has exceeded 4.5% under these circumstances.

National Bank's Additional Managing Director ASM Bulbul has told media that banks are borrowing money through repo and from call money due to high deposit interest rate.

Several bankers have blamed the financial scams one after another for this situation. The amount of defaulted loans has meanwhile crossed 1 lakh crore taka. Money laundering and other forms of financial irregularities have plunged the state-owned and private banks in enormous trouble. People's confidence on banks is also going down reportedly due to extensive corruption and anomalies in the banking arena.

AB Bank, National Bank, Agrani Bank, City Bank, One Bank, Union Bank, NCC Bank, Standard Bank, NRB

▶See page 11 col 1

Banks in monetary crisis

Bank, Uttara Bank and some other banks have borrowed 13, 570 crore taka through repo during July to 31 January of 2018-2019 fiscal year. Banks are now able to borrow money at only 6% repo interest rate.

However, Bangladesh Bank's Governor Fazle Kabir has recently said that there is 79, 324 crore taka idle money in banks at present.

The commercial banks have bought 133 crore dollars from the central bank from July 2018 to 28 January 2019 to meet the demand of importers. Buying such a huge sum of dollars has heavily impacted the liquidity of banks.

Esteemed economist Dr. Wahid Uddin Mahmud told The Asian Age, "The authorities concerned should work hard to constitute good governance and accountability in the banking sector. At the same time it is essential to keep banks away from political influence."

Syed Mahbubur Rahman, President of Association of Bankers Bangladesh (ABB) and Managing Director of Dhaka Bank said, "A number of mega projects are going on in the country. As a result a great deal of dollars is being spent to buy machineries for these projects."

Professor Anu Muhammad, Jahangirnagar University told The Asian Age, "Unbarred corruption and loan rackets are responsible for the rampaged plight of the banks of Bangladesh."

Dr Ahsan H Mansur, Executive Director of Policy Research Institute said, "The central bank and other regulatory institutions should carry out firm and uncompromising drive to recover defaulted loans to sustain the country's banking sector."

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 06 FEB 2019

ব্যাংকের শাখা পরিদর্শন বন্ধ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত

বেসরকারি ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে আর পরিদর্শনে যেতে পারবেন না বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা পরিদর্শনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। গত ৩১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে ২০১৭ সালে পরিদর্শকদের ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শাখা পরিদর্শন বন্ধ করে দেওয়ায় গত জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয়ে বসে শাখা পরিদর্শন কার্যক্রম চালাচ্ছে। ব্যাংক খাত বিশ্লেষকেরা বলছেন, এ সিদ্ধান্তে ব্যাংকগুলোর শাখা পর্যায়ে যেসব অনিয়ম-জালিয়াতি ঘটছে, তার বড় অংশই আড়ালেই থেকে যাবে। আর কাগজে-কলমে 'ভালো' হয়ে যাবে ব্যাংকগুলোর স্বাস্থ্য। ব্যাংক খাতের প্রকৃত চিত্র আড়াল করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারাই। জানা গেছে, এখন প্রধান কার্যালয়ে বসে পরিদর্শকেরা যে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করবে, তার ভিত্তিতেই ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও শেয়ারধারীদের মুনাফা বণ্টন করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর থাকাকালে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ ও তদারকি কমিটির প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাংক খাতের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে না। শাখা পরিদর্শন ছাড়া ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন কীভাবে হবে? পরিদর্শন ছাড়া যে তথ্য পাওয়া যাবে, তা খণ্ডিত। তার ভিত্তিতে যে নীতি গ্রহণ করা হবে, তা-ও ঠিকমতো কাজ করবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ ডিসেম্বর তদারকি কমিটির সভায় চলতি বছরে কী পদ্ধতিতে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে (সেন্ট্রালাইজড), তাদের প্রধান শাখায় গেলেই সব তথ্য মিলবে। এ কারণে এসব ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে পরিদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা যাবেন না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, আগে ব্যাংক শাখার সব তথ্য তাঁদের প্রধান কার্যালয়ে থাকত না। এখন প্রধান কার্যালয় থেকে সব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ কারণে প্রধান কার্যালয় থেকে তথ্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। যখন বড় আকারের পরিদর্শন শুরু হবে, তখন শাখা পরিদর্শন হবে। কর্মকর্তারা শাখায় গিয়ে পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন কার্যক্রমে বড় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

> **এতে ব্যাংক খাতের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে না। শাখা পরিদর্শন ছাড়া ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন কীভাবে হবে?**
>
> **মুর্শিদ কুলি খান**, সাবেক ডেপুটি গভর্নর

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ইসলামি ধারার বেসরকারি খাতের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি, আল-আরাফাহ্, সোস্যাল ইসলামী, শাহজালাল ও এক্সিম ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বসে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা। একইভাবে বেসরকারি খাতের ডাচ্-বাংলা, ইস্টার্ণ, প্রাইমসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংকে একই প্রক্রিয়ায় পরিদর্শন চলছে।

শাখা পরিদর্শন বন্ধের আগে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে ঋণ অপব্যবহারের চিত্র পেলেও তা আর শ্রেণিকৃত (খেলাপি) করতে পারবে না। নতুন এ নিয়ম চালুর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম অনেকটাই থমকে গেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালিত হয় বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ অনুযায়ী, নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে পরিচালনায় সহায়তা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। নীতি অনুযায়ী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা তদারক করে। পাশাপাশি যে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে, তা যথাযথ কাজে ও নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা-ও তদারক করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক জনকণ্ঠ

পত্রিকার নাম ঃ
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 06 FEB 2019

এক নামে থাকা ৪৫ লাখের বেশি সঞ্চয়পত্র চিহ্নিত করার উদ্যোগ

এম্ শাহজাহান ॥ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একক নামে ৪৫ লাখ টাকার বেশি থাকা সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকদের চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা আরও সুরক্ষা ও মজবুত করতে এখাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে শীঘ্রই একটি সার্কুলার দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট অধিদফতর। তবে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে সঞ্চয়পত্রের সুদ কমানোর বিষয়ে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে না। বিনিয়োগকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)।

এনআইডির লিংক গ্রাহকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারে সংযুক্ত করা হবে। এতে কেউ ৪৫ লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্র কিনলেই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সঙ্কেত প্রদান করতে সক্ষম হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এ তথ্য।

সূত্রমতে, সঞ্চয়পত্রে অস্বাভাবিক বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বন্ধে সরকার এনআইডি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে। এ খাতে অতি গোপনে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের পাশাপাশি একক নামে ৪৫ লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্র থাকার একাধিক প্রমাণ রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে। যদিও সঞ্চয়পত্র কেনার ফরমে বলা আছে একক নামে কেউ ৪৫ লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্র কিনতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি অর্থসচিব আবদুর রউফ তালুকদার জনকণ্ঠকে বলেন, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সঞ্চয়পত্রের মতো প্রকল্প করা হয়েছে। সঠিক ব্যক্তি সঞ্চয়পত্র কিনে লাভবান হবেন এটাই সরকারের প্রত্যাশা। কিন্তু এ খাতে অস্বাভাবিক বিনিয়োগ হচ্ছে। এসব দেখভালে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হবে। তিনি বলেন, এনআইডি নাম্বারকে সংযুক্ত করে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা গেলে প্রকৃত গ্রাহকরাই সঞ্চয়পত্রের সুবিধাটি পাবেন।

এদিকে, জাতীয় সঞ্চয়পত্র কেনার গ্রাহক ফরমে বলা আছে- একক নামে নির্দিষ্ট সীমার বেশি সঞ্চয়পত্র কিনলে কেউ ওই টাকার উপর মুনাফা পাবে না। কিন্তু এই নির্দেশনা থাকার পরও সমাজের বিত্তশালী ও সম্পদশালী ব্যবসায়ীরাও তাদের অপ্রদর্শিত অর্থ নামে-বেনামে নির্দিষ্ট সীমার বেশি সঞ্চয়পত্র কিনছেন।

লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার পরও সরকারকে বেশি পরিমাণ সঞ্চয়পত্র বিক্রি করতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক উর্ধতন কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে বলেন, এটি সামাজিক সুরক্ষা। বিশেষ করে পেনশনার ও স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষদের আর্থিক সুরক্ষার বিষয়টি চিন্তা করে এই প্রকল্প দেশে চালু রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে ব্যাংক আমানতের সুদ কমে যাওয়া এবং শেয়ার বাজার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে সঞ্চয়পত্রে ঝুঁকতে থাকে সাধারণ মানুষ। এমনকি সচ্ছল

সুদ কমছে না ॥ এনআইডি হবে বাধ্যতামূলক

ব্যক্তিরাও সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন।

জানা গেছে, সঞ্চয়পত্র খাতে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে সন্ধান করবে সরকার। এনআইডি নাম্বারের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আয়কর সনদও (টিআইএন) বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। টিআইএন সনদ লিংক করতে সম্পৃক্ত করা হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর)। পাশাপাশি এনআইডি লিংক করতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে (ইসি)।

এছাড়া সম্প্রতি সরকারের ঋণ ও নগদ অর্থ প্রবাহের গতিবিধি নিয়ে নগদ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠকে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের বিষয়টি উঠে আসে। সঞ্চয়পত্র অধিদফতরের মহাপরিচালক সামছুর নাহার বেগম ইতোমধ্যে এ খাতে এনআইডি নম্বর যোগ করতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে জানা গেছে। পাশাপাশি টিআইএন অন্তর্ভুক্ত করতে এনবিআরের সঙ্গে এ বিষয়ে একটি চুক্তি করা হতে পারে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-অক্টোবর) পর্যন্ত সঞ্চয়পত্র স্কিম থেকে সরকার ঋণ নিয়েছে ১৩ হাজার ৪১২ কোটি টাকা।

এটি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৫১ শতাংশ। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে এ খাত থেকে সরকারের ঋণ নেয়ার পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৬৯৪ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয় মনে করছে-অস্বাভাবিক হারে সঞ্চয়পত্র বিক্রির তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথম হচ্ছে- ব্যাংকগুলোতে মেয়াদী আমানতের বিপরীতে প্রদেয় সুদের হার কমে যাওয়া। ব্যাংকিং খাতে তারল্য উদ্বৃত্তের কারণে সুদের হার কমেছে। দ্বিতীয় কারণ- শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের অভাব। যে কারণে সঞ্চয়কারীরা বিনিয়োগের উত্তম বিকল্প হিসেবে আকর্ষণীয় ও ঝুঁকিমুক্ত সঞ্চয় স্কিমকেই বেছে নিচ্ছেন। সর্বশেষ কারণ হিসেবে বিদ্যমান কর নীতিতে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে কর রেয়াত সুবিধাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা গেছে, সঞ্চয়পত্রের এই প্রকল্পের বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে। এ কমিটিতে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআরের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। শীঘ্রই এ খাতের বিরাজমান সমস্যা নিয়ে একটি বৈঠক করবে এই কমিটি। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) বলছে, সরকার সঞ্চয়পত্র ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ লক্ষ্যে 'সঞ্চয় অধিদফতর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে সঞ্চয়পত্র অফিসগুলোকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ রয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ dailyobserver
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 06 FEB 2019

Trade deficit drops as export earning grows

Business Correspondent

The trade deficit bringing pressure on the reserves has eased by 11.22 per cent in July-December of the current fiscal year (2018-19) compared to the same period of the last fiscal year (2017-18). The situation improved amid slowdown in import growth and strong export earnings, especially from readymade garment sector.

As per Bangladesh Bank data, the country's trade deficit stood at $7.66 billion in July-December of FY19, down from $8.62 billion in the same period of FY18. However, its trade deficit in the first half of the current fiscal still remained 69.84 per cent or $3.15 billion.

Officials of the central bank said that the country's trade situation in the first half of the current fiscal improved in relation to the situation in the same period last fiscal year. In FY18, export growth was sluggish against a strong import growth. On the other hand, export in the first half of FY19 showed strong growth while import growth slowed down.

Import and export growth was 25.76 per cent and 7.8 per cent respectively in July-December of FY18.

In the same period of the current fiscal year, import and export growth was 5.73 per cent and 14.01 per cent respectively.

Reports said reduced pressure of food import was the main reason for the slowdown in import while US-China trade war helped Bangladesh's RMG accelerate export in the US market, BB officials said.

'It's a good sign that the export is in good shape,' AB Mirza Azizul Islam said.

Considering the import dependency of Bangladesh economy, a fall in import is a negative sign, he said.

'Import of capital machinery fell by 15 per cent in July-December of FY18 and it again declined by another 5 per cent in the same period of FY19,' he said.